ফিরে দেখা

বিনা দোষে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি?

১৯৯০, ৫ মার্চ। কলকাতার ভবানীপুর পদ্মপুকুর অঞ্চলের একটি অভিজাত বহুতলের তিনতলায় হীরা ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি ও তার টিন এজ কন্যা হেতাল পারেখকে বিকেল ৩.২০-৩.৫০ মিনিটের মধ্যে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। ১৪ বছর পরে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়।

যৌবনে ধনঞ্জয়

ঘটনা এটুকু নয়। তারপরের কাহিনীমালা এরকম—ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে ধনঞ্জয় পালিয়ে যায় নিজের দেশ বাঁকুড়ায়। দু-মাস পরে ছাতনার কুলডিহি গ্রাম থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ১৪ বছর ধরে তার বিচার চলে। ১৯৯১, ১২ আগস্ট। আলিপুর আদালত ধনঞ্জয়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। ১৯৯২। হাইকোর্টও তা মেনে নেয়। এরপর মামলা সুপ্রিম কোর্টে গড়ায়। ১৯৯৪। সুপ্রিম কোর্ট পূর্বের রায় বহাল রাখে। ১৯৯৪, ২ ফেব্রুয়ারি। ধনঞ্জয় শাস্তি মকুবের জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন করে। ২৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয় যে, ৪ মার্চ পর্যন্ত আদেশ স্থগিত থাকল যাতে আসামী রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করতে পারে। ১৯৯৪, ২৪ ফেব্রুয়ারি। ধনঞ্জয় রাজ্যপালের আদেশের বিরোধিতা করে। ২০০৩, সেপ্টেম্বর। পুনরায় ধনঞ্জয় হাইকোর্টে যায়। ২০০৩, ১৪ নভেম্বর। হাইকোর্ট পূর্বের নির্দেশ বহাল রাখলে ধনঞ্জয় সুপ্রিমকোর্টে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায়। ২০০৪, ৩১ জুন। কলকাতা প্রেসক্লাবের সামনে ধনঞ্জয়ের বাবা, মা, স্ত্রী ও ছাতনা নাগরিক কমিটির সম্পাদক অনশনে বসেন। পুলিশ জোর করে তা তুলে দেয়। ২০০৪, ১৭ জুন। ধনঞ্জয়ের বৃদ্ধ বাবা ও স্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন জানান। ২০০৪, ২৪ জুন রাষ্ট্রপতি বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য আপাতত ২ দিন স্থগিতাদেশ দেন। ২০০৪, ২৬ জুন—ধনঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে বুদ্ধবাবুর স্ত্রী সমাজসেবী মীরা ভট্টাচার্য ও ফাঁসুড়ে নাটা মল্লিক সহ সমর্থকদের নিয়ে জনমত গড়ে তুলতে পথে নামেন। অতঃপর ২০০৪, ১৪ আগস্ট ধনঞ্জয়ের ফাঁসি হয়।

ধনঞ্জয় প্রথম থেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে এসেছে। গ্রামের সকলেই বলেছেন—ধনঞ্জয়ের মতো নিরীহ ছেলে এ কাজ করতে পারে না। ধনঞ্জয় তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমাকে বলেছে যে, "সে এক বিরাট চক্রান্তের শিকার।" ধনঞ্জয় ১৪ বছর কারান্তরালে ছিল। কারাগারে বাড়ির লোককে বড়জোর ১-২ মিনিট কথা বলতে দেওয়া হত। সবসময় নজরদারি ছিল। ছাতনা নাগরিক কমিটির সম্পাদক প্রভাস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য—"ধনঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে যা জেনেছি, তাতে মনে হয়েছে—ঘটনাটি ঘটার সময় সে হয়তো ছিল, কিন্তু পরে আসল দোষীরা ধনঞ্জয়কে হুমকি দেয়, পয়সার টোপ দেয়, মুখ খুললে ওর পরিবারের লোকজনদের খুন করা হবে।" আর গ্রামের নিরীহ যুবক ধনঞ্জয় শেষ মুহূর্তে কারাকর্তার কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছিল—"আপনি বড় অফিসার। দেখবেন, যেকোনও অভিযোগের তদন্ত যেন ঠিক হয়।"

ধনঞ্জয়ের স্ত্রী পূর্ণিমা (২০০৮)

একেই বলে 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে'। সেদিন কি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবু ও তাঁর পত্নী এবং বাম সরকার একটি শক্তিশালী ব্যবসায়ী লবির চাপে গ্রামের গরিব যুবককে যেভাবে হোক ফাঁসিতে লটকাতে চেয়েছিলেন? তাই বোধ হয়, বিচারের নামে প্রহসন চলে! আর আজ হঠাৎ আই এস আই-এর একদল গবেষক প্রমাণ করতে চাইলেন ধনঞ্জয়ের ফাঁসি সেদিন সঠিক ছিল না। হেতাল পারেখ সম্ভবত 'অনার কিলিং'-এর শিকার।

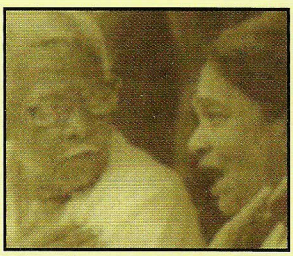

ফাঁসির দাবিতে নাটা মল্লিক ও মীরা ভট্টাচার্য

গত ২৭ জুন এক আলোচনাচক্রে আই এস আই-এর দুই অধ্যাপক দেবাশিষ সেনগুপ্ত ও প্রবাল চৌধুরী সমস্ত উপাদান বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, হেতাল পারেখ হত্যা অনার কিলিং ছাড়া আর কিছু নয়। তারা নানান যুক্তি সাজিয়ে দেখান, যেমন—১. পয়সার অভাবে ধনঞ্জয় ভালো উকিল দিতে পারেননি যিনি উপযুক্ত সওয়াল করতে পারেন। ২. ধনঞ্জয়ের পুরনো কেস ফাইল পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ৩. ফাঁসির শেষ শুনানির সময় তাঁর উকিল গঙ্গালবেগকে কিছু বলতেই দেওয়া হয়নি। ৪. পুলিশের বয়ান মতো—একজন লিফ্টম্যান নাকি ধনঞ্জয়কে তিনতলায় পৌঁছে দেয়, কিন্তু সে একথা অস্বীকার করায় তাকে বিরূপ সাক্ষী ঘোষণা করা হয়। আর একজন নাকি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একতলা থেকে তিনতলায় কথা বলে, কিন্তু বাড়ির নক্শা ও সিঁড়ির গ্রিল পর্যবেক্ষণ করে বোঝা যায় তা কখনোই সম্ভব নয়। ৫. হেতালের দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, অথচ কোনও সাক্ষী ধনঞ্জয়ের জামায় রক্তের দাগ দেখতে পায়নি। ৬. পারেখ পরিবারের খোওয়া যাওয়া হাতঘড়ির সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে পাওয়া হাতঘড়ির নম্বর পর্যন্ত মিলিয়ে দেখেননি পুলিশ অফিসার। ৭. ঘটনাস্থলে একটি হার পাওয়া যায়, যা পুলিশের মতে ধনঞ্জয়ের, কিন্তু এক পরিচারিকার দাবি ছিল সেটি তার। ৮. হেতাল পারেখের গোপনাঙ্গে প্রাপ্ত শুক্রাণু ধনঞ্জয়ের কিনা, তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ৯. চুরি, ধর্ষণ, খুন, হেতালকে পরপর ২১টি ছুরির আঘাত। মাত্র ৩০ মিনিটে তা কখনোই সম্ভব নয়। ১০. সর্বোপরি যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে পুলিশ তাও উদ্ধার করতে পারেনি। ১১. ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পরেই নাগের দাস পারেখ বাগরি মার্কেটে তাঁর হীরের ব্যবসা বন্ধ করে ও ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে রাতারাতি পালিয়ে গেলেন কেন? অর্থাৎ সার্বিক বিচারে ধনঞ্জয়কে দোষী প্রমাণ করা ও ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণই ছিল না, বলেই গবেষকদের দাবি।

বলাবাহুল্য, পুলিশকে সেসময় প্রচণ্ড চাপে পড়তে হয়। রাজ্যপালকে পুলিশমন্ত্রী বারবার শাস্তির সুপারিশ করেন। পুলিশকে নাকি উপরওয়ালার নির্দেশ ছিল যেভাবে হোক ধনঞ্জয়কে দোষী প্রমাণ করে ফাঁসিতে ঝোলাতে না পারলে, রেগে যাওয়া ব্যবসায়ী বন্ধু লবিকে সামলানো যাচ্ছে না। সেই মহান নেতাটি যে কে তার আজ আর জনগণের বুঝতে বাকি আছে কি?

—মহুল রায়